গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোস্তাফা কামাল উদ্দীন সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১২:০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সহ জননিরাপত্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়;

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মোট ১৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৬টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী
১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। (১১-০২-২০১৬)	**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর:** অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক স্মারক নং- ৪৪.০৩.০০০০.০১১.২৭.০৩৪.১০-১২৯১, তারিখঃ ০৪/১১/১৫ খ্রিঃ মূলে প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২১.০৫.০০১.২০১১-০৮ তারিখঃ ০৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ মূলে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ আনসার ও হিল আনসারের প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করে। অত্র অধিদপ্তর স্মারক নং- ৪৪.০৩.০০০০.০১১.০১.০৯৮.৯০-২৩৯ তারিখঃ ০১১/০২/২০১৮ খ্রিঃ মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে। প্রস্তাবটিস্মারক নং- ৬০ তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৮ খ্রিঃ মূলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রক্ষিতে এ বিষয়ে ১৬/১০/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত এখনো পাওয়া যায়নি। পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। (১১-০২-২০১৬)	ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমাশূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়ে ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, যেহেতু বিদ্যমান আইনটি নতুনভাবে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু একই সময়ে বিদ্যমান আইনটির একটি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব যথার্থ নয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত ৩০/০৯/২০১৮ তারিখ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।	জনপ্রশাসনের মতামতের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য Rules of Business এর ১৬ (ix)(f) এর বিধানমতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জন্য আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগকে বলা হলো। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ

৩	(ক) বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ এ কর্মরত (পোষাকধারী ও পোষাকবিহীন) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ০৩ বছরের নীচের সন্তানদের রেশন প্রদান (২০-১২-২০১৪)	**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য রয়েছে । এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক তড়িৎ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ৬ষ্ঠ তম স্বরণিকা প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত দীর্ঘদিন না পাওয়ায় সিদ্ধান্তটি আপাতত বাস্তবায়ন যোগ্য নয় মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য Rules of Business এর ১৬ (ix)(f) এর বিধানমতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জন্য আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগকে বলা হলো। **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড, বাংরাদেশ/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৪	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। (০৬-০৬-২০১০)	এডিপির অর্থায়নে চলমান প্রকল্প : ১) পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানাভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (৭০%) ২) দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউট পোষ্ট নির্মাণ প্রকল্প (৬৪%) ৩) এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম তলা হতে ১৩তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ (৬৫%) ৪) পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ (৫৫%) ৫) ৯টি পুলিশ অফিস ভবন নির্মাণ (সিআইডি ও পিবিআইসহ) (৮০%) ৬) পুলিশ বিভাগের ১৯টি জেলা/ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ (৭৫%) ৭) পিবিআই এর কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় (৯০%) ৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৮৫%) ৯) ১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ (৪৫%) ১০) বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ (২৫%) ১১) ''৫ টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ (২২%) ১২) ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) (৭৫%) ১৩) বরিশাল ও সিলেট এপিবিএন ও আর.আর.এফ পুলিশ লাইন্স নির্মাণ (১৫%) ১৪) বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকায় ও খুলনা জেলায় পুলিশ লাইন্স নির্মাণ (১৫%) ১৫) ''বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ এবং আইটি সেন্টার স্থাপন'' (৭০%) ১৬) র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ (০.৩৭%)	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।
৫	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর:** আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থাকল্পে ৪০টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৪টি ব্যাটালিয়নে দৃষ্টিনন্দন ৬ তলা বিশিষ্ট পাকা ব্যারাকের কার্যক্রম সমাপ্ত যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং অবশিষ্ট ০১টি ব্যাটালিয়নে ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
৬	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ ই-জিপিতে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছেন। গত ০১/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগে দরপত্র মূল্যায়ন চলমান আছে। আগামী ১৫/১২/২০১৮খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ হতে পারে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ জানিয়েছেন।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ

খ) ০৭-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১২টি এবং ১৫টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান রয়েছে।

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১</td><td>সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।
১১-০৫-২০১৬</td><td rowspan="2">(১) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সন্ত্রাস নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা রোধে নিয়মিত যৌথ অভিযান অব্যাহত আছে।
(২) জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি ও উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির পাশাপাশি ইউনিয়ন আইন শৃঙ্খলা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৩) উপজেলা প্রশাসন, গ্রাম পুলিশ, পুলিশ, র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থাকে নজরদারী বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা করা হয়েছে।
(৪) জেলা কোর কমিটির সভা জোরদার করা লক্ষ্যে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।</td><td rowspan="2">সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/ সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক অনুবিভাগ</td></tr>
<tr><td>২</td><td>জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
২০-০৪-২০১৬</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাটকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ:
(৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ):<table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th></tr><tr><td>৪৩৫</td><td>৩৯১</td><td>৪৩</td></tr></table>উচ্চ আদালতের আদেশে ১টি মামলা তদন্ত স্থগিত রয়েছে।</td><td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মামলার তথ্য নিম্নক্ত ছকে দেখানো হলো ঃ
(১৫ জানুয়ারি/২০১৩-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ):<table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র দাখিল</th><th>অভিযোগপত্র দাখিলের অপেক্ষায়</th></tr><tr><td>৩,৮৫০</td><td>৩,৭৮৩</td><td>৬৭</td></tr></table>অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাগুলোর তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারক অব্যাহত রেখেছেন।</td><td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>অবরোধ সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহে জড়িত ব্যক্তি ও ইন্ধনদাতাদের সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত দ্রুত সমাপ্ত করে চার্জশীট প্রদান করার জন্য পুলিশ সব সময় তৎপর রয়েছে। এসব মামলার তদন্তও বিচার কাজ মনিটর করার জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় রুজুকৃত মামলাসমূহের বিবরণ (৩১ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ)।<table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তধীন</th></tr><tr><td>১৮৪০</td><td>১৭৬৭</td><td>৩১</td><td>৪২</td></tr></table></td><td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td></tr>
</table>

৬	সোনা পাচার/ মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	<u>পুলিশঅধদিপ্তর:</u> নভেম্বর, ২০১৮ মাসে পুলিশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিট কর্তৃক ৩২৭টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্তে ৪১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার অভিযানের পাশাপাশি বিশেষ অভিযান পরিচালনা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এজন্য দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, স্থল বন্দরে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। যে সব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার করা হয় সে সব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোরদার ও জনগণকে সভা সমাবেশ এবং কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে। নিয়মিত অভিযানের ফলে গত নভেম্বর, ২০১৮ মাসে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় দেশের বিভিন্ন থানায় ৮,৮৩২ টি মামলা রুজু হয়েছে। এছাড়া শিশু ও মানব পাচারের ঘটনায় নভেম্বর ২০১৮ মাসে ৪৮টি মামলা রুজু হয়েছে।	(ক) যে সব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
৭	পুলিশের ৫০ হাজার লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৫০,০০০টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭৭৬৭টি পদ সৃজন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২২৩৩টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে।	এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ।
৮	জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে । ০৭-০৫-২০১৫	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন জেলা ও ইউনিটে ৪৬০টি ফাঁড়ির মধ্যে ১১৭টির নিজস্ব ভবন রয়েছে। ১১৫ টি জরাজীর্ণ ফাঁড়ির জন্য নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে ৩৭টি ফাঁড়ির ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৯টি ফাঁড়ির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২২টি ফাঁড়ির দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি ফাঁড়ির দরপত্র আহবান কার্যক্রম চলমান আছে। অবশিষ্ট ২২৮টি ফাঁড়ির নিজস্ব জমি নাই। ঐ সকল ফাঁড়ির জন্য জমি সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপপ্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
৯	মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	বাংলাদেশ পুলিশের থানাসমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সর্বশেষ গত ১৪/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতঃ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। উক্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত করনের লক্ষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে-০৯/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে একজন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত যৌথ কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হতে অতিরিক্ত আইজি (এন্টি টেররিজম ইউনিট), বাংলাদেশ পুলিশকে মনোনীত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। গঠিত যৌথ কমিটির ১ম সভা গত-২৪/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।	ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ সংশ্লিষ্ট কমিটি
১০	সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	বর্তমানে সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। বিগত সময়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট কর্তৃক যে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাকে চিহ্নিত করে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধিসহ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।	যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ।

১১	চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার "দর্শনাকে" পুলিশ থানায় উন্নীত করা হবে। ১৯ ০২-২০১৫	পুলিশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-ওএন্ডএম/৬৭-২০১৫/৮৬ তাং-২৫/০১/২০১৬খ্রিঃ মূলে প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত থানা স্থাপনে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় হতে গত ২০/০৭/২০১৬ তারিখে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয় তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবটি পুনঃবিবেচনা করার জন্য গত ২২/০৯/২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর অনুমোদনের জন্য ১৩/১১/২০১৮ তারিখ সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ
১২	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	১। **বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী** নভেম্বর ২০১৮ মাসে দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ২,৯৯৬ টি অভিযান পরিচালনা করে ৯,৮১৫ টি বোট এবং ৬৭ টি জাহাজে তল্লাশি চালিয়েছে। এ সকল অভিযানে কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক আনুমানিক মোট টাকা ১২৫,৩৫,৫৬,১২০ (টাকা একশত পঁচিশ কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশত বিশ মাত্র) মূল্যমানের বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করা হয়েছে। তন্মধ্যে আনুমানিক ২০,৫৬,২৬,৩২০ (টাকা বিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত বিশ মাত্র) টাকা মূল্যমানের মাদক দ্রব্য রয়েছে এবং যার মধ্যে ৪,১১,২২৬ পিস ইয়াবা এবং ২০০ গ্রাম গাঁজা রয়েছে। ২। **কোস্ট গার্ড বাহিনীর সকল বেইস**, স্টেশান ও আউটপোস্টে নজরদারিসহ অভিযান ও টহল পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপথে মাদক এবং মানব পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত মানব পাচার রোধে কক্সবাজারের ইনানী ও হিমছড়িতে দুটি স্টেশান ও বাহারছড়াতে একটি আউটপোস্ট নতুনভাবে স্থাপনের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অপারেশান পরিচালিত হচ্ছে।	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
১৩	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের উন্নয়ন বাজেট হতে ১০টি নতুন ৬ তলা ব্যারাক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজস্ব বাজেট হতেও ১৪টি (৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা) ব্যারাক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ব্যারাকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৯টি ব্যারাকের ৮৪টি ফ্লোর উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ায় ১৭২০০ ফোর্সের আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের রাজস্ব বাজেট হতে ১৭টি নতুন ৬ তলা ব্যারাক, ২৭টি থানার ব্যারাক এবং ৬৪টি নতুন ৬ তলা ভিতের মহিলা ব্যারাকের কাজ চলমান। উন্নয়ন বাজেট হতেও বিভিন্ন ইউনিটে ১১টি নতুন ৬ তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৪৭,০৫০ ফোর্সের আবাসন ব্যবস্থা সম্ভব হবে।	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।
	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	ক। বিজিবি সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি সীমান্তে চোরাচালান এবং মাদক পাচার ও সেবন প্রতিরোধে কঠোর নজরদারি ও বিশেষ টহল পরিচালনা করছে। খ। বাংলাদেশ-মায়ানমারের সর্ব মোট ২৭১ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ১৯৮ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্তে ২২টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১২৩.৫ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে আরো ১৫ টিবিওপি নির্মাণের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৭৪.৫ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে।	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ সীমান্ত অনুবিভাগ

		গ। অপর দিকে বাংলোদেশ-ভারতের সর্বমোট ৪,১৫৬ কিঃমিঃ সীমান্তের মধ্যে ৩৪১ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্তে ৪০টি নতুন বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৭৮কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য এলাকায় আরো ০৫টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ২৩ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সুন্দরবন এলাকায় ০২টি ভাসমান বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০ কিঃমিঃ সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষে বিওপি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।	
১৪	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	**আনসার অধিশাখা-১:** আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার বিষয়ে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর হতে কোন প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে প্রতিবেদনের জন্য রয়েছে।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ
১৫	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	পুলিশঅধিদপ্তর: ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার আয়তন ৩৯৮.৫৭ বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা ৪,৬০,৮৯২ জন। থানা স্থাপন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নতুন থানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৮টি ইউনিয়ন অথবা ০১টি পৌরসভা ও ০৭টি ইউনিয়ন এবং জনসংখ্যা ২থেকে ২.৫ লক্ষ হতে হয়। সার্বিক বিবেচনায় পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রস্তাবিত ভোমরা ও আগরদাড়ী থানা স্থাপনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত থানা এলাকার ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক ভোমরা থানা এবং ইউনিয়নের সংখ্যা হ্রাসপূর্বক আগরদাড়ী তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষে সর্ব শেষ তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য গত ১৩/১০/২০১৫ তারিখে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে আগরদাড়ী তদন্ত কেন্দ্রের প্রস্তাবটি ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ গত ২০/০৪/২০১৬ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার নিকট প্রেরণ করেন। আগরদাড়ী থানা স্থাপনের প্রস্তাব গত ০৪/০৩/২০১৮ তারিখে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি গত ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবটি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য রয়েছে। উল্লেখ্য, ভোমরা থানার প্রস্তাব গত ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ অনুবভিাগ: ২০/১১/২০১৮তারখি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে এবং সংশ্লষ্ট শাখায় নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ

৩। আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোস্তাফা কামাল উদ্দীন)
সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা